রুটিওয়ালা যুবক ও মুহাদ্দিস ইবনে হাম্বল

জগৎ বিখ্যাত মুহাদ্দিস হযরত আহাম্মদ ইবনে হাম্বল রহমতুল্লাহি আলাইহি সারাজীবন হাদীস সংগ্রহে কাটিয়ে দিয়েছেন।

একবারের ঘটনা, তিনি বৃদ্ধ বয়সে হাদীস সংগ্রহে এক সফরে বের হলেন। সফরের সময় এক মসজিদে মাগরিব ও এশার নামাজ আদায় করলেন। সময়টি ছিল শীতকাল। তিনি চিন্তা করলেন ফজরের নামাজ পড়েই এই মসজিদ থেকে বিদায় গ্রহণ করবেন। সেই লক্ষ্যে তিনি মসজিদে বসে শীতের কাপড় মুড়ি দিয়ে হাদীস পড়া শুরু করলেন।

এমন সময় মসজিদের রক্ষণাবেক্ষণকারী ব্যক্তি এসে বললেন, রাতে মাসজিদে থাকা যাবে না। মুহাদ্দিস ইবনে হাম্বল অনেক বিনয়ের সাথে বলার পরও মসজিদের রক্ষণাবেক্ষণকারী ব্যক্তি শুনলেন না। নিরুপায় হয়ে তিনি মাসজিদ থেকে বের হয়ে পড়লেন।

শীতের রাতে তিনি এক বাজারে পৌঁছলেন। সেখানে এক যুবক রুটি ওয়ালার দোকান খুঁজে পেলেন। মুহাদ্দিস আহামাদ ইবনে হাম্বল যুবক দোকানদারকে সালাম দিয়ে বললেন, হে যুবক, শীতের রাত আমি কি তোমার কাছে

আগুন পোহাতে পোহাতে রাতটা কাটিয়ে দিতে পারি? যুবক দোকানদার বললেন,আহলান, ওয়া সাহলান! আপনাকে স্বাগতম।

এটা আমার খোশ নসিব। আপনি এখানে আগুন পোহাতে পোহাতে রাত কাটিয়ে দিলে আমার সমস্যা কি?

মুহাদ্দিস আহাম্মাদ ইবনে হাম্বল চুলার কাছে বসে বসে হাদীস পড়া শুরু করে দিলেন। কিন্তু তিনি যুবকের একটা জিনিস লক্ষ্য করলেন। যুবক রুটির খামির তৈরী করতে করতে বলেন, 'আস্তাগফিরুল্লাহ্', বেলুন দিয়ে রুটি বানাতে গিয়ে বলেন, 'আসতাগফিরুল্লাহ্, ক্রেতার হাতে রুটি তুলে দিতে গেলে বলেন, 'আস্তাগফিরুল্লাহ্; টাকা নিতে গিয়েও বলেন, আস্তাগফিরুল্লাহ; অর্থাৎ সব কাজেই যুবকটি পড়ছে আস্তাগফিরুল্লাহ।

যুবকের আস্তাগফিরুল্লাহ পড়ার বিষয়টি দেখে মুহাদ্দিস আহাম্মাদ ইবনে হাম্বলের কৌতুহল বেড়ে গেল। তিনি ভাবনায় পড়ে গেলেন। তিনি হাদীসের কিতাব বন্ধ করে যুবককে বললেন, হে যুবক! তোমার হয়েছে কি? আসার পর থেকেই শুধু দেখছি তুমি কিছুক্ষণ পর পর শুধু পড়ছো আস্তাগফিরুল্লাহ আস্তাগফিরুল্লাহ।

মুহাদ্দিস আহাম্মাদ ইবনে হাম্বল জিজ্ঞেস করলেন, ঘটনাটা কি? কেন তুমি এত বেশী ইস্তেগফার আস্তাগফিরুল্লাহ পড়ছো? যুবক বলল এটা আমার চিরাচরিত আমল। এই আমলটা আমি সব সময় করে থাকি। আমি সবসময় ইস্তেগফারের সাথে আঠার মত লেগে থাকি। আর এ আমলের ফলে আল্লাহতায়ালা আমাকে মুঝতাঝাবুদ দাওয়াহ বানিয়ে দিয়েছেন। আমি দোয়া করলেই তা কবুল হয়ে যায়। এই জীবনে আমি হাত তুলে যত দোয়া করেছি, আল্লাহতায়ালা তা কবুল করে নিয়েছেন। যুবকের এই কথা শুনে আহাম্মাদ ইবনে হাম্বল একেবারেই অবাক।তিনি যুবককে আবারও প্রশ্ন করলেন,তুমি মুঝতাঝাবুদ দাওয়াহ? তুমি দোয়া করলেই সব কবুল হয়ে যায়? যুবক বললেন হ্যাঁ, আমি দোয়া করলেই সব কবুল হয়ে যায়। তবে আমার একটা দোয়া এখনো কবুল হয়নি। সেটি ছাড়া আল্লাহ আমার সব দোয়া কবুল করে নিয়েছেন। মুহাদ্দিস আহাম্মাদ ইবনে হাম্বলের আগ্রহ- কৌতুহল আরোও বেড়ে গেল। তিনি যুবককে জিজ্ঞাসা করেন, তোমার সে দোয়াটা আবার কী? যেটা এখনোও কবুল হয়নি? রুটিওয়ালা যুবক বললেন, আমার এই দোয়াটা এখনো কবুল হয়নি, আমি আল্লাহর কাছে অনেকবার দোয়া করেছি, হে আল্লাহ আমি শুনেছি এই জমানার সবচেয়ে বড় মুহাদ্দিস তার নাম ইমাম আহামাদ

ইবনে হাম্বাল। আল্লাহ তোমার কাছে আমার আকুতি ও মিনতি আমি যেন এতবড় মুহাদ্দিস- এর হাতে হাত রেখে মোসাফাহ করতে পারি, আর তাঁর কপালে একটা চুম্বন করতে পারি। আমার এ দোয়া এখনো পূরণ হয়নি। আল্লাহ যে কেন আমার এ দোয়াটা কবুল করে না তা আমি জানি না। মুহাদ্দিস আহামাদ ইবনে হাম্বাল আবেগপ্রবণ হয়ে পড়লেন। আর নিজেকে ধরে রাখতে না পেরে চোখের পানি ছেড়ে দিলেন। মুহাদ্দিস আহামাদ ইবনে হাম্বাল যুবককে বললেন ওহে যুবক! আহামাদ ইবনে হাম্বালের সঙ্গে দেখা করার জন্য, তার দরবারে যাওয়ার দরকার নেই। তোমার এই দোয়াও আল্লাহ তায়ালা কবুল করে নিয়েছেন। আহমাদ ইবনে হাম্বলকে দেখা করানোর জন্যই এখানে নিয়ে এসেছেন। আহামাদ ইবনে হাম্বাল তোমার কাছে ছুটে এসেছে। আমিই হচ্ছি আহামাদ ইবনে হাম্বাল। যুবকও নিজেকে ধরে রাখতে পারলেন না। চোখের পানি ছেড়ে দিয়ে যুগশ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস আহমাদ ইবনে হাম্বালকে জড়িয়ে ধরে হাত ধরে মোসাফাহা করলেন। এবং কপালে চুমু দিয়ে কাঁদতে লাগলেন। আর মুহাদ্দিস আহামাদ ইবনে হাম্বালের কাছে দোয়া চেয়ে বললেন ওহে ইমাম রাব্বুল আলামিন আমার কোন দোয়া বাকী রেখে দেননি। যা একটা দোয়া বাকী ছিল তাও

আল্লাহ কবুল করে নিয়েছেন। সুতরাং যদি কোন বান্দা আস্তাগফিরুল্লাহ অর্থাৎ ইস্তেগফারের সঙ্গে আঠার মত লেগে থাকে তবে সে হবে মুঝতাঝাবুদ দাওয়াহ। আল্লাহতায়ালা ইস্তেগফারের কারণে বান্দার সব চাওয়া পূরণ করে দেবেন। আল্লাহতায়ালা মুসলিম উম্মাহকে সব সময় বেশী বেশী ইস্তেগফারের সঙ্গে লেগে থাকার তৌফিক দান করুন। সুন্নতে নববির অনুসরণ ও অনুকরণের তৌফিক দান করুন।

আমীন।

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।

.....